তারিখ 28 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

দৈনিক ইনকিলাব

গ্রাম ও শহরের কলেজের ফলাফলে ব্যবধান বাড়ছে

গ্রামে মেধা থাকলেও ঝরে যায়

রিয়াজ চৌধুরী

কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার একটি কলেজ থেকে অরুণ এইচএসসি পাস করে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছে। তার মতো আরো শিক্ষার্থী রয়েছে যারা উক্ত শিক্ষায় ভালো ফলাফল করছে গ্রাম থেকে উঠে এসে। কিন্তু তাদের সংখ্যা কত? উপজেলাজুড়ে প্রতি বছর এমন মেধাবী ক'জন মিললেও উপজেলা কলেজের পাসের হার বেশ কম। অথচ রাজধানী কিংবা কোনো সিটি বা পৌর এলাকার কলেজের পাসের হার গড়ে ৭০ থেকে শতভাগ পর্যন্ত দেখা যায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গ্রামের কলেজের শিক্ষার্থীরা মেধাবী হয় বটে কিন্তু কলেজের পাসের হার নেহাতই কম। বিগত কয়েক বছরের চিত্রই বলে দেয়, প্রতি বছর শহরের কলেজের ফলাফলের চেয়ে গ্রামের কলেজের ফলাফলের ব্যবধান বাড়ছেই। জানা গেছে, শিক্ষাব্যবস্থাসহ অন্য সবকিছু শহরমুখী হয়ে পড়ার কারণে শিক্ষায় গ্রামগুলো পিছিয়ে পড়ছে। গ্রামের কলেজগুলোতে শিক্ষা উপকরণ পর্যাপ্ত নয়। পাশাপাশি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ঠিকভাবে না দেয়া, শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক ও কলেজের সংখ্যা কম। এ বছর দেশের সাতটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে এইচএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কিন্তু শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক পাসের হার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে আসলে কলেজগুলোর পাসের হার তেমন বাড়েনি। বিশেষ করে এবারের পরীক্ষায় গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। ফলাফলের দিক দিয়ে শহরের তুলনায় গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক পিছিয়ে পড়েছে। জিপিএ-৫ এর সংখ্যা কমেছে। পাসের হারও পৃঃ ১১ ঃ ক ঃ ৩

গ্রাম ও শহরের কলেজের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

কমেছে। ২০০৬ সালে সাতটি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ছিল ৬৩ দশমিক ৯২ ভাগ। এ বছর পাসের হার বেড়ে ৬৪ দশমিক ২৭ ভাগ হয়েছে। এছাড়া ২০০৬ সালের তুলনায় এবার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার কিছুটা কমে যথাক্রমে ৭৪ দশমিক ৩১ ভাগ ও ৬৮ দশমিক ১৩ ভাগ হয়েছে। এ বছর একজনও পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও কমেছে। ৬০টি প্রতিষ্ঠান থেকে এবার কেউ পাস করেনি। এগুলোর বেশীরভাগই গ্রামভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

গ্রামের কলেজগুলোর ফলাফল খারাপ হওয়া প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ইনকিলাবকে বলেন, গ্রামের পড়াশোনার সঙ্গে শহরের পড়ার মানের পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সমতা আনার উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় ও সামাজিকভাবে এ কাজ করতে হবে। তিনি ফলাফল ভালো না হওয়ার পেছনে সামাজিক বৈষম্যকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, গ্রাম এখনো অবহেলিত। এটা দুঃখজনক। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। যেন তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের প্রতি অধিক যত্নবান হন। এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানসম্পন্ন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল শাহান আরা বেগম ইনকিলাবকে বলেন, এইচএসসিতে সময় কম, সিলেবাস অনেক বড়। তাছাড়া এইচএসসিতে এমসিকিউ নেই। লেখার অভ্যাস বার বার করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী এইচএসসিতে পরিকল্পনা মাফিক পড়ালেখা করতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থীরা ফল অবশ্যই ভালো করবে। তিনি বলেন, গ্রামের কলেজগুলোতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সঠিক সময়ে সঠিক বিষয় সম্পন্ন করতে পারে না। যে কারণে শিক্ষার্থীদের ফলাফল খারাপ হচ্ছে। এছাড়া গ্রামের তুলনায় শহরের অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে বেশী সচেতন। ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ফাঁকি দেয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।